গান, কখনও বা উন্মত্তের মত নৃত্য করিয়া থাকে। এ সমুদায়ই প্রেমের অনুভাব বা কার্য্য। এই শ্লোকে "লোকবাহ্যঃ" পদটী প্রয়োগ করিয়া সূচনা করিয়াছেন—তিনি লোকের নিকট প্রশংসা পাইবার জন্য ঐ প্রকার নাচা, কাঁদা, হাসা, গাওয়া করেন না। যেহেতু তিনি লোকের নিন্দা প্রশংসার বাহিরে স্বরূপজগতে প্রবেশ করিয়াছেন। এই শ্লোকে "স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা" এই পদটী প্রয়োগ করিয়া ইহাই জানাইতেছেন যে—প্রেমপ্রাপ্তির অনেক প্রকার সাধন শাস্ত্রে উল্লেখ করা থাকিলেও শ্রীনামকীর্ত্তনই সর্ব্বসাধনের মধ্যে মুখ্যতম উপায়। শ্রীমদ্ভাগবতের এই অভিপ্রায় ক্রমে আমাদের শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীপাদের নিকটে বলিয়াছেন - কলিযুগে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনই মুখ্যসাধন এবং প্রেমলাভই পরমপুরুষার্থ। সেইস্থানে এই শ্লোকটিকে প্রমাণ-রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। এই শ্লোকে "এবং ব্রতঃ"—এই পদটীর পর "অপি" শব্দ উল্লেখ না থাকিলেও অধ্যাহার করিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ এই প্রকার নিয়ম থাকিলেও শ্রীনামকীর্ত্তনই ভগবৎ প্রেমের মুখ্য প্রাপক। অতএব "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিঃ" ১১।২।৪২ এই পরবর্ত্তী শ্লোকের টীকায় চূর্ণিকায় অর্থাৎ টীকার আক্ষেপবাক্যে উল্লেখ করিয়াছেন, আরূঢ়যোগী মহা-পুরুষগণের পক্ষেও যে অবস্থাটি দুষ্প্রাপ্য, সেই অবস্থাটি এক শ্রীনামকীর্ত্তন-মাত্রেই কেমন করিয়া একজন্মেই হইতে পারে? তাহারই উত্তরে দৃষ্টান্তের সহিত বলিয়াছেন—"ভক্তি পরেশানুভবো বিরক্তিঃ"। যেমন ভোজনপ্রবৃত্ত মানবের প্রতি গ্রাসে উদরভরণ, মনের সন্তোষ ও ক্ষুধানিবৃত্তি এককালে হইয়া থাকে, তেমনই শ্রীভগবৎচরণে শরণাগতজনের ভজনানুরূপ ভগবৎ-অনুভব, ভগবৎপ্রীতি ও বিষয়বৈরাগ্য একসঙ্গেই উদিত হইয়া থাকে। শ্রীভগবন্নাম-কৌমুদীতে এবং সহস্রনামভাষ্যে পুরাণান্তরের বচন যাহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতেও দেখা যায়—

নক্তং দিবা চ গতভীর্জ্জিতনিদ্র একো
নির্ব্বিণ্ণ ঈক্ষিতপথো মিতভুক্‌প্রশান্তঃ।
যদ্যচ্যুতে ভগবতি স মনো ন সজ্জে-
ন্নামানি তদ্রতিকরাণি পঠেদলজ্জঃ॥ ইতি॥

রাত্রি কিম্বা দিবা উভয়কালেই নির্ভয় এবং জিতনিদ্র, নিঃসঙ্গ, নির্ব্বিণ্ণ, আধ্যাত্মিক জগতে দৃষ্টিযুক্ত, মিতভুক্ ও প্রশান্ত হইয়াও কোন জন অচ্যুতাখ্য শ্রীভগবানে যদি মনের আসক্তি লাভ করিতে না পারে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরির নাম পাঠ করিবে। যেহেতু শ্রীহরিনামে এক অসীম ক্ষমতা এই যে, ভগবচ্চরণারবিন্দে রতি জন্মাইয়া দেয়। এই শ্লোকে